দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

020

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এবারের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বিভিন্ন কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন ও ব্যাপক নকল চলেছে। ঢাকা মহানগরী ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ করে মফস্বল কেন্দ্রগুলোতে এ নকল গণ-টোকাটুকিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারাদেশে ১৯৮৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। এ বছর চার বোর্ড থেকে সর্বমোট ৪ লাখ ১৬ হাজার ৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪শ' ৬২ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ২৯ হাজার ৫শ' ৯৯ জন ছাত্রী। এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২৬ হাজার ১শ' ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ এ বছর কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপক গোলযোগ ও গণ-টোকাটুকির মধ্যদিয়ে সারাদেশে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষা বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কোন কোন কেন্দ্রর ভেতরে পরীক্ষার্থীর চেয়ে নকল সরবরাহকারীর সংখ্যা ছিল বেশী। এদের কেউ কেউ আবার পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পর্যন্ত লিখে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পরীক্ষার প্রথম তিনদিনে সারাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল প্রবণতা ও অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। পরীক্ষার্থীকে নকল করায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ৪৫ জন শিক্ষক এবং পরিদর্শক বহিষ্কৃত হয়েছে। এমনকি নকল সরবরাহকারীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধলে কর্তব্যরত পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং পরে গুলীবর্ষণ করতে বাধ্য হয়। পরীক্ষায় নকল করতে না দেয়ার প্রতিবাদে কোন কোন কেন্দ্রে ছাতর-ছাত্রীরা পরীক্ষা শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়। অসদুপায় অবলম্বন ও অত্যধিক নকল প্রবণতার ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষা যে, প্রহসনে পরিণত হয়েছে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন। আর অভিজ্ঞমহল মনে করেন যেখ্চ্চগুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ও গণ-টোকাটুকি আমাদের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাবে নিঃসন্দেহে। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নকল প্রবণতা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় যা ঘটেছে মূলতঃ এটা হচ্ছে একটি দেশ ও একটি জাতির জন্য চরম অবমাননা। যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে এইরূপ চরম অবক্ষয় চলছে তখন দেশের সার্বিক উন্নয়নের আশা করা অবান্তর। কেন না শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর সে শিক্ষা যদি সত্যিকার শিক্ষা না হয়, তবে সে শিক্ষার কোন মূল্যই থাকে না। শিক্ষা যে কোন দেশের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু আজ প্রকৃত শিক্ষা ব্যতিরেকে আমাদের দেশে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট লাভের জন্যই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে যেভাবে সীমাহীন দুর্নীতি চলে সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, তারা যে কোন স্থানে যত কড়াকড়ির মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক না কেন, স্বীয় মেধার পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত নয়। এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব থেকেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, অথচ যারা সস্তায় সার্টিফিকেট লাভই মোক্ষম মনে করে তারাই গণ-টোকাটুকির সুযোগ লাভের জন্য কর্তৃপক্ষীয় ব্যবচ্চসথা বানচাল করার লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গন তথা পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

ফলে সাধারণ ছাত্ররাও অযথা হয়রানির শিক্ষার হয়। তাছাড়া ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও সেন্টাপ পদ্ধতির জটিলতার কারণে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। এজন্য দরকার ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক-শিক্ষক সকলের মানসিকতার পরিবর্তন। তা সম্ভবপর না হলে পরীক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান ও ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ যে অতল অন্ধকারেই রয়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ নকলের এই প্রবণতাকে রোধ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র শিক্ষকদের নয়, শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা তথা প্রতিটি সচেতন নাগরিকের। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা যদি এ মুহূর্তে রোধ করা না হয় তবে তার পরিণাম যে জাতির জন্য খুবই ভয়াবহ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথমে পরীক্ষার ক্ষেত্র থেকে অসদুপায় চিরতরে দূর করতে হবে। এমতাবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান নকল প্রবণতা রোধ কল্পে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষীয় মহলের দৃঢ় ও বাস্তব কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যতে যাতে করে কোনদিন ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করতে না পারে সেজন্যও প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান (নোমান)